Vol. 3 | No. 2 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাসীদাতুল বুরদাহ

Volume	3
Issue	2
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নূরুদ্দীন আহ্‌মদ
Published online	December 16, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i2.7
Pages	215-252
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কাসীদাতুল বুর্দাহ্

মূল : **শাইখুল ইমাম আবু মুহাম্মদ শার্ফুদ্দীন ইব্নে সাঈদ ইব্নে হাম্মাদ আল্ বু'সিরী (রহ)**

কাব্যানুবাদ : **নূরুদ্দীন আহ্মদ**

কবি-পরিচিতি

কবি মিশর বাসী ছিলেন। তিনি মধ্য মিশরের বু'সির গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রামের নামানুসারে তিনি বু'সিরী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ণ নাম ইমাম মুহম্মদ বিন্ সাইদ বিন্ হাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ বিন্ খান্হাজ ইব্নে হেলাল আস্ সান-হাজী বু'সিরী। কবির পিতা বু'সেরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন দেলাসের বাসিন্দা। কেহ কেহ সেইজন্য তাঁহাকে দেলাসেরীও বলিয়াছেন। তিনি নকলনবিশী করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেন। তিনি সুফী-পন্থী সাধক ছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত দরবেশ সুফী আবুল আব্বাস আহমদ আল্ মারসীর সাগরেদ ছিলেন। [দায়েরাতুল মা' আরেফ বোসতানী এবং আর, এ, নিকলসন, লিটারারী হিষ্টরী অব্ দি আরাব্স্ খণ্ড ৫, পৃঃ ৬৯৪]।

মাকরেজী এবং ইব্নে শাকীর মতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৬৯৬ হিঃ—১২৯৬-৯৭ খৃঃ। ১৮৯৪ খৃঃ প্যারিসে তাঁহার কাব্যের একখানা তরজমা হইয়াছে। [ইন্স্ অব্ ইসলাম, খণ্ড১, পৃঃ ৮০৪]।

কবিতা রচনার পটভূমিকা

দেওবন্দের খ্যাতনামা আলেম জনাব মওলানা জুল্ফাকার আলী সাহেব তাঁহার লিখিত এই কাব্যের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই কাব্য রচনার কারণ প্রসংগে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন, “আমার এই কাব্য রচনার কারণ এই যে, আমি অবশাঙ্গ হওয়াতে আমার দেহের নিম্ন ভাগ একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল। আমি একেবারেই অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই অবস্থায় আমার মনে একটি প্রেরণার উদয় হইল। উহা এই যে, আমি হযরত রাসুলে আকরাম (দঃ) এর প্রশংসাসূচক কিছু পদ্য রচনা করিয়া আমার এই রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। সেই আশায় আমি অত্র কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলাম। অতঃপর রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম যে, হযরত (দঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনি হস্ত দ্বারা আমার দেহ মুছাইয়া দিতেছেন। জাগিয়া দেখিলাম, আমি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গিয়াছি। পরদিন ভোরে আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া একজন ফকিরের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। ফকির বলিল : হে মহাত্মন, আপনি রসুলুল্লাহর প্রশংসায় যে কবিতা লিখিয়াছেন উহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া শুনান। আমি বলিলাম : আমার নিকট তো রসূলুল্লাহর প্রশংসাসূচক অনেক কবিতাই রহিয়াছে। তুমি কোনটি শুনিতে চাও। ফকির বলিল : যে কবিতার প্রথম ছত্রে “আ—মেন্ — তাজাক্কুরে জীরানে বে'জি সালামেন্” রহিয়াছে, আমি উহা শুনিতে চাই। ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম যেহেতু আমি তখনও সেই কবিতা সম্পর্কে কাহাকেও কিছু বলি নাই। ফকির বলিল : খোদার শপথ যাঁহার সম্পর্কে আপনি এই কবিতা রচনা করিয়াছেন আমি তাঁহার সম্মুখেই ইহা গীত হইতে শুনিয়াছি। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া দুলিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি সেই ফকিরকে উক্ত কবিতাটি অর্পণ করিলাম। সে চলিয়া গেলে তাহার ও আমার মধ্যে যাহা আলোচনা হইয়াছিল উহা লোকের নিকট ব্যক্ত হইয়া গেল। সংবাদটি এই ভাবে ছড়াইয়া পড়িল। তাহেরার উজির বাহাউদ্দিনের নিকট ইহা পৌঁছিয়া গেল। তিনি এই কবিতা শ্রবণ করিলেন এবং উহাকে পুস্তিকাকারে সুসংবদ্ধ করিলেন। তিনি মানস করিয়াছিলেন যে এই কবিতা নগ্ন মস্তকে দণ্ডায়মান অবস্থায় তওয়াফ করিতে করিতে পাঠ করিবেন। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ অতিশয় ভক্তি সহকারে ইহা শ্রবণ করিতেন।

قصيدة البردة

১

أمن تذكر جيران بذي سلم
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

যু, সালামের[১] পড়শি' সনে
প্রিয়ে কি তোর পড়লো মনে?
তাই কি যুগল নয়ন হতে
ঝরলো রুধির অশ্রু সনে?

২

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة
أو أومض البرق في الظلماء من إضم

অথবা কি প্রিয়ের সুবাস
আন্‌লো বাতাস পাক মদীনার।[১]
তড়িৎ রেখা চমকালো কি
'এজাম'[২] গিরির গহণ আঁধার।

৩

فما لعينيك إن قلت اكففا همتا
وما لقلبك إن قلت استفق يهم

কী যে হলো দুই নয়নের
বাঁধন ভেঙে শুধুই বহে,
মনকে যতই বারণ করি
ব্যথায় তবু সতঃই দহে।

৪

أيحسب الصب أن الحب منكتم
ما بين منسجم منه ومضطرم

রে! বিরহী! ভাব্‌ছ বৃথা
প্রেমের কথা রয়না ঢাকা,
ফাঁস করে দেয় অশ্রু ধারা
আর হৃদয়ের ব্যাকুল থাকা।

৫

لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل
ولا أرقت لذكر البان والعلم

প্রেম যদি নাই হতো এ'
অশ্রু কেন ঝরলো তবে,
'বিরান' টিলাও কানন স্মরি'
হৃদয় কেন ব্যাকুল হবে?

৬

فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت
به عليك عدول الدمع والسقم

কেমন করে লুকাই বলো
প্রেম যে এবার পড়লো ধরা,
সাক্ষী তোমার ক্লিষ্ট ছবি
আর নয়নের অশ্রু ঝরা।

৭

واثبت الوجد خطى عبرة وضنى
مثل البهار على خديك والعنم

প্রণয় বিধুর পাণ্ডু কপোল
আর রুধিরের অশ্রু-রেখা
যুগল-গালে নিখুঁত করে
আঁক্‌লো প্রেমের গোপন লেখা।

৮

نعم سرى طيف من اهوى فارقني
والحب يعترض اللذات بالالم

সত্য বটে প্রিয়ার স্মৃতি
নিশিথ কালে জাগ্‌লো হিয়ায়
সেই ত সকল শান্তি আমার
ডুবিয়ে দিল ব্যথার তলায়।

৯

يالائمي في الهوى العذري معذرة
مني اليك ولو انصفت لم تلم

আমার যারা নিন্দাকারী
শোন আমার নালিশ শোনো,
প্রেম সে কেমন দেখলে শুনে
দোষ দিতে না আমায় কোনো।

১০

عدتك حالي لاسري بمستتر
عن الوشاة ولا دائي بمنحسم

রটিয়ে গেছে তোমায় ছেড়ে
আমার প্রেমের গোপন বাণী,
মুছবেনা এ' হৃদয় হতে
হোক না যতই জানাজানি।

১১

محضتني النصح لكن لست اسمعه
ان المحب عن العذال في صمم

বৃথাই দেওয়া হিত উপদেশ
পৌঁছবে না তো আমার কানে,
সত্যিকারের প্রেমিক বধির
উপদেশের হয়না মানে।

১২

اني اتهمت نصيح الشيب في عذلي
والشيب ابعد في نصح عن التهم

অসময়ে আসলো জরা
কেলেংকারীর নিশান তুলে,
অপবাদের ঊর্ধ্বে জরা
হিত উপদেশ সেই তো মূলে।

১৩

فان امارتي بالسوء ما اتعظت
من جهلها بنذير الشيب والهرم

কামনা যে মূর্খ নিরেট
বুঝল না সে পুণ্য বাণী,
মানল না তাই জরার ভীতি
পক্ক কেশের চোখ রাঙানী।

১৪

ولا اعدت من الفعل الجميل قرى
ضيف الم برأسي غير محتشم

শুভ্র কেশের মাহাত্ম্যকে
দিল না সে পুণ্য ডালি,
এমন মহান অতিথ এসে
অনাদরে নামল খালি।

১৫

لو كنت اعلم اني ما اوقره
كتمت سرا بدا لي منه بالكتم

জানা যদি থাকত আমার
এ অতিথির এই অপমান,
'খেজাব' দিয়ে ঢাকিয়ে দিতাম
বৃদ্ধ কালের শুভ্র নিশান।

১৬

مَنْ لِى بِرَدِّ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا
كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجُمِ

কে পরাবে বল্‌গা বল
অবাধ্য এ মনকে আমার,
লাগাম দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া
যেমন গতি পাগলা ঘোড়ার।

১৭

فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِى كَسْرَ شَهْوَتِهَا
اِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّى شَهْوَةَ النَّهِمِ

পাপের নেশা টুট্‌বে না তোর
মনের বাঁধন থাক্‌লে ছাড়া
ভোগ লালসার আকুল নেশা
বাড়িয়ে চলে ভোগের দ্বারা।

১৮

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى
حُبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

বাসনা ঠিক অবোধ শিশু
পরিচর্যা করবে যত
শিশুকে দুধ না ছাড়ালে
দুধপানে সে থাকেই রত।

১৯

বাসনার প্রতি :—

فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ اَنْ تُوَلِّيَهُ
اِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمِ اَوْ يَصِمِ

মুক্ত কর নিজকে এবার
কলুষ রিপুর শাসন থেকে
নয়তো তোমার মৃত্যু নির্ঘাত
নয় অপবাদ আন্‌বে ডেকে।

২০

وَرَاعِهَا وَهِىَ فِى الْاَعْمَالِ سَائِمَةٌ
وَاِنْ هِىَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلَا تُسِمِ

খ্যাতির লোভে পুণ্য করা
সেটাও বটে রূপ বাসনার
এমন পুণ্য যোগায় শুধু
নিত্য খোরাক ভোগ লালসার।

২১

كم حسنت لذة للمرء قاتلة
من حيث لم يدر ان السم في الدسم

কতোবার সে দিল ফাঁকি
সাজিয়ে মধু রঙীন সাজে
কেউ জানে না সে অমৃতে
সর্বনাশা 'জহর' রাজে।

২২

واخش الدسائس من جوع و من شبع
فرب مخمصة شر من التخم

তৃপ্তি ভোজন, কৃচ্ছ সাধন
ভয় কর সে দুটোই অতি
তৃপ্তি হতে লোক দেখানো
উপোস করায় অনেক ক্ষতি।

২৩

واستفرغ الدمع من عين قد امتلات
من المحارم و الزم حمية الندم

অশ্রু ধারায় ভাসাও তারে
জ্বল্‌লো যে চোখ দৃষ্টিপাপে
শুদ্ধ কর সব কালিমা
লজ্‌জায় আর অনুতাপে।

২৪

وخالف النفس والشيطان واعصهما
وان هما محضاك النصح فاتهم

শয়তান আর রিপুর সাথে
'জেহাদ' কর বিরোধ কর
তাদের সকল মধুর বাণী
মিথ্যা হতে মিথ্যা ধর।

২৫

ولا تطع منهما خصما ولا حكما
فانت تعرف كيد الخصم والحكم

কোনটারই ধার ধার' না
যুক্তি তাদের কিংবা আদেশ
চিন্‌তে তোমার নাইকো বাকী
কুচক্রিদের হিত উপদেশ।

২৬

استغفر الله من قول بلا عمل
لقد نسبت به نسلا لذى عقم

খোদার নিকট চাইছি ক্ষমা
'আমল' ছাড়াই 'ওয়াজ' করে
পুত্র কন্যা ঠিক যেন এ'
অপুত্রক এক পিতার ঘরে।

২৭

امرتک الخير لکن ما ائتمرت به
وما استقمت فما قولى لک استقم

তোমায় দিলাম হিত উপদেশ
নিজের বেলায় শূন্য থলি,
আপন পথের নাই ঠিকানা
তোমায় সুপথ ধরতে বলি।

২৮

ولا تزودت قبل الموت نافلة
ولم اصل سوى فرض ولم اصم

মরণ নিকট ঘনিয়ে এলো,
পুণ্য কিছুই হয়নি যোগাড়
শূন্য ছাড়া নাই কিছু আর
অধিক 'ফরজ' নামাজ রোজার।

রসুলুল্লার (দঃ) প্রসংশায় :—

২৯

ظلمت سنة من احيى الظلام الى
ان اشتکت قدماه الضر من ورم

অন্ধকারে রাত্রি জেগে
স্ফীত হল দুই পা যাহার
কি সর্বনাশ! ভুল করেছি
ছেড়ে পুণ্য নীতি তাঁহার*

৩০

وشد من سغب احشاءه وطوى
تحت الحجارة کشحا مترف الادم

তীব্র ক্ষুধার দহন জ্বালায়
উদর চেপে বাঁধলো পাথর
সুবজ্ঞ হল কোমর, প্রাণ
হয়নি তবু একটু কাতর৩।

৩১

وراودته الجبال الشم من ذهب
عن نفسه فاراها ايما شمم

লুটালো যার পায়ের তলায়
আকাশ ছোঁয়া স্বর্ণ গিরি*
অবাক বটে সেদিক পানে
দেখলে না তো বারেক ফিরি।

৩২

واكدت زهده فيها ضرورته
ان الضرورة لا تعد واعلى العصم

ধরার তাগিদ আর প্রয়োজন
টুটায়নি' তাঁর পুণ্য সাধন
শুদ্ধ হৃদয় ঊর্ধ্বে সদাই
পায়ের তলায় ধরার বাঁধন।

৩৩

وكيف تدعوا الى الدنيا ضرورة من
لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

কেমন করে বাঁধবে বলো,
এই ধরণীর বাঁধন তাঁরে
কারণে যাঁর সৃষ্টি ধরা
সেকি তারে বাঁধতে পারে?

৩৪

محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم

মোহাম্মদ সে দুই জগতে
জিন, মানবের মুক্তি দাতা
আরব আযম তাঁহার দ্বারে
সবার ঋণের দু'হাত পাতা*

৩৫

نبينا الامر الناهي فلا احد
ابر في قول لا منه ولا نعم

সত্য পথের আদেশ দাতা
মিথ্যা থেকে নিষেধ কারী
নবী মোদের নাই তুলনা
সত্য বাণীর নিশান ধারী।

৩৬

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم

সেই সে প্রিয় হাবীব খোদার
ভরসা শুধু যাঁর সাফায়াৎ
কঠিন হতে কঠিন তরো
ভীষণ তরো রোজ কেয়ামত।

৩৭

دعا الى الله فالمستمسكون به
مستمسكون بحبل غير منفصم

ডাক দিল সে, খোদার পানে
শুন্‌লো যারা সে ডাক কানে
ধর্‌লো তারা শক্ত শিকল[৭]
ছিঁড়বে না সে কোনই টানে।

৩৮

فاق النبيين في خلق وفي خلق
ولم يدانوه في علم ولا كرم

উচ্চ স্বভাব, সৃষ্টিতে আর
ছাড়িয়ে গেল সব নবীদের
নাগাল কেহ পায়নিক তাঁর
মাহাত্ম্য আর অসীম জ্ঞানের।

৩৯

وكلهم من رسول الله ملتمس
غرفا من البحر او رشفا من الديم

তাঁহার জ্ঞানের সাগর হতে
দানের বারি ধারা হতে
সব নবী-ই বিনয় ভরে
অঞ্জলি নেয় দু' হাত পেতে।[৮]

৪০

وواقفون لديه عند حدهم
من نقطة العلم او من شكلة الحكم

সব নবী-ই দাঁড়িয়ে দূরে
যাঁর যে জ্ঞানের সীমার পরে
সিন্ধু হতে বিন্দু যেমন
দূর ব্যবধান সৃষ্টি করে।[৯]

৪১

فهو الذى تم معناه وصورته
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم

সেই সে নবী রূপ ও স্বরূপ
পূর্ণ যাঁহার পূর্ণ রূপে
কবুল তাঁরে করলো খোদা
আপন প্রিয় বন্ধু চুপে[১০]

৪২

منزه عن شريك فى محاسنه
فجوهر الحسن فيه غير منقسم

একক তিনি গুণ গরিমায়
সমভাগী নাই কেহ তাঁর
রূপের তিনি উৎস ধারা
অবিভাজ্য রূপের আধার।

৪৩

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

নাসারারা তাদের নবীর
করলো যে সব মিথ্যা দাবী
সে সব ছেড়ে বাকী সকল
তারীফ কর ন্যায্য ভাবি।[১১]

৪৪

وانسب الى ذاته ما شئت من شرف
وانسب الى قدره ما شئت من عظم

বৃদ্ধি কর সত্তাতে তাঁর
যা' চাও উচ্চ কূল অভিমান
যুক্ত কর মর্যাদাতে
অবারিত মহত্ব মান।

৪৫

فان فضل رسول الله ليس له
حد فيعرب عنه ناطق بفم

যেহেতু সেই রসূল যাঁহার
বিশিষ্টতার নাই কিনারা
কেউ পারে না পৌছতে সেথায়
মুখের ভাষার লুপ্ত ধারা।

৪৬

لو ناسبت قدره اياته عظما
احيى اسمه حين يدعى دارس الرمم

তাঁহার নামে উঠতো বেঁচে
যদিই প্রাচীন অস্থি যত[১২]
তাঁর মহিমার মূল্য মাফিক
সে অলৌকিক কাজটি হতো।

৪৭

لم يمتحنا بما تعي العقول به
حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم

শিক্ষা তাঁহার মোদের প্রতি
পরীক্ষা নয় জটিল কোনো[১৩]
এমন সরল যুক্তি সহ
নাই সন্দেহ ভাব কখনো।

৪৮

اعيى الورى فهم معناه فليس يرى
للقرب والبعد فيه غير منفحم

ব্যর্থ হলো সৃষ্টি সারা
বুঝতে গভীর রহস্য তাঁর
নিকট কিংবা দূরের যে কেউ
রুদ্ধ সেথায় শক্তি সবার।

৪৯

كالشمس تظهر للعينين من بعد
صغيرة وتكل الطرف من امم

সূর্য যেমন দূরের থেকে
যায় না দেখা সঠিক ভাবে
নিকট থেকেও যায় না দেখা
দীপ্ত তাঁহার কিরণ তাপে।

৫০

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته
قوم نيام تسلوا عنه بالحلم

জ্ঞানী যেথায় অকূল পথিক
বুঝ্‌তে তাঁহার জ্ঞান পরিধি
অজ্ঞরা কি বুঝবে অঘোর
ঘুমায় যারা চক্ষু মুদি।

৫১

فمبلغ العلم فيه انه بشر
وانه خير خلق الله كلهم

সরল কথায় এই বুঝে লও
'বশর' তিনি সৃষ্টি মাঝে,[১৪]
তুলনা যাঁর নাই ভুবনে
খোদার সেরা সৃষ্টি রাজে।

৫২

وكل اى اتى الرسل الكرام بها
فانما اتصلت من نوره بهم

যতই নবী এলেন ধরায়
অলৌকিকের মুকুট মাথায়
সেতো আমার নবীর আশিস
সে তাঁহারই জ্যোতির আভায়।

৫৩

فانه شمس فضل هم كواكبها
يظهرن انوارها للناس في الظلم

নবী কূলের তিনিই রবি
অন্যরা সব গ্রহ তারা[১৫]
তাঁর মহিমার কিরণ লভি
বিশ্বে দিল আলোর ধারা।

৫৪

اكرم بخلق نبي زانه خلق
بالحسن مشتمل بالبشر متسم

কী অপূর্ব সৃষ্টি নবীর
চরিত্রকে রূপ সে দিল
সে রূপ তাঁহার ভূষণ হয়ে
আলোয় ললাট উদ্ভাসিল।

৫৫

كالزهر في ترف والبدر في شرف
والبحر في كرم والدهر في همم

ফুলের মতো কোমল পেলব
চাঁদের মত রূপের আধার
সাগর হেন অতল গভীর
কালের মতো নাই সীমা তাঁর।

৫৬

كأنه وهو فرد في جلالته
في عسكر حين تلقاه وفي حشم

একক তিনি অংশী বিহীন
বিরাট মহান সত্তাতে তাঁর,[১৬]
সৈন্যগণের মধ্যে যেমন
সেনাপতি উচ্চে সবার।

৫৭

كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف
من معدني منطق منه و مبتسم

কেউ করেনি 'স্পর্শ আজো
শুক্তি পেটে মুক্তা রাশি,
সেই মোতিই ফুটায় তাঁহার
পুণ্য কথা পুণ্য হাসি

৫৮

لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه
طوبى لمنتشق منه وملتثم

অস্থি তাঁহার কর্‌লো ধারণ
যে পবিত্র ধরার ধূলি[১৭]
ধন্য সেজন চুম্‌লো তারে
যে জন আপন বক্ষে তুলি।

৫৯

ابان مولده عن طيب عنصره
يا طيب مبتداء منه ومختتم

পবিত্রতার উৎস যাঁহার
পুণ্য ভরা জন্মতিথি
তিরোধানে তাঁহার দেখুক
পবিত্রতার লয় এ ক্ষিতি।

৬০

يوم تفرس فيه الفرس انهم
قد انذروا بحلول البؤس و النقم

তাঁর জনমের সম্ভাবনার
লখন দেখে বুঝ্‌লো ইরাণ[১৮]
মহাম্মদের আস্‌লো সময়
রাজ্য তাদের হবেই বিরান।

৬১

وبات ايوان كسرى وهو منصدع
كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم

তাঁর আগমের পুণ্য দিনে
পড়ল পারশ প্রাসাদ চুড়া
ছিন্ন হলো সৈন্য সেপাই
রাজ্য হলো চূর্ণ গুঁড়া।

৬২

وساء ساوة ان غاضت بحيرتها
ورد واردها بالغيظ حين ظم

শুকিয়ে গেল 'সাওয়া'র নদী
আতংকিত 'সাওয়া'র বাসী[১৯]
এ কোন যুগের প্রভাত এলো
মিথ্যা যুগের মিথ্য নাশি।

৬৩

والنار خامدة الانفاس من اسف
عليه والنهر ساهي العين من سدم

তার উদয়ের নূতন উষায়
নিব্‌লো অনল পারশ রাজের[২০]
স্রোতস্বিনী স্তব্ধ গতি
রুদ্ধ ধারা সলিল স্রোতের।

৬৪

كان بالنار ما بالماء من بلل
حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم

অগ্নি শিখা শীতল হলো
স্তব্ধ হলো নদীর ধারা
বিপ্লবের এ পদধ্বনি
জাগলো ধরায় নূতন সাড়া।

৬৫

والجن تهتف والانوار ساطعة
والحق يظهر من معنى ومن كلم

গায়েব থেকে জ্বীন ও পরি
স্বাগতমের তুল্‌লো ধ্বনি[২১]
নুরের ঝলক ঘোষিয়ে গেল
আজ কাহার এ' আগমনী।

৬৬

والجن تهتف والانوار ساطعة
والحق من معنى ومن كلم

বিকাশ পেল সত্য এবার
'আজব' সকল দৃশ্য পটে
'গায়বি' আওয়াজ জানিয়ে গেল
সত্য এবার আসলো বটে।

৬৭

عموا وصموا فاعلان البشائر لم
تسمع وبارقة الانذار لم تشم

বিরোধিরা রইলো বধির
শুনল না এ শুভাগমন
দেখ্‌লোনা তো চক্ষু তুলি
খোদার ভীষণ বজ্র পতন।

৬৮

من بعد ما اخبر الاقوام كاهنهم
بان دينهم المعوج لم يقم

যদিও তাদের জ্যোতিষগণক
জানিয়ে ছিল 'কওম' সবে
তাদের বাতিল ধর্ম সকল
শীগ্‌গিরই সব বিলীন হবে।

৬৯

وبعد ما عاينوا في الافق من شهب
منقضة وفق ما في الارض من صنم

যদিও তারা দেখ্‌লো চোখে
বজ্রশিখা গগণ সীমায়
যদিও তারা দেখ্‌লো কাবার
'বোৎ' গুলি সব ধূলায় লুটায়।[২২]

৭০

حتى غدا عن طريق الوحي منهزم
من الشياطين يقفوا اثر منهزم

শয়তান 'সব সেই তিথিতে
রাস্তা ছেড়ে 'অহী'র পথের
শংকা-ত্রাশ-প্রাণ-চকিত
ভাগ্‌লো পিছে এক অপরের।[২৩]

৭১

كأنهم هربا أبطال أبرهة
أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي

আবরাহা' দউজ ভাগলো যেন
আবাবিলের পাথর ঘাতে
বেদীন ফৌজ ছুটলো যেন
কাঁকর ঘায়ে নবীর হাতে।[২৪]

৭২

نبذا به بعد تسبيح ببطنهما
نبذ المسبح من أحشاء ملتقم

নবীর মুঠার কাঁকর গুলি
ছুটলো খোদার তস্‌বীহ গুণে
মৎস যেমন মুক্তি দিল
ইউনুস নবীর তস্‌বীহ শুনে।

৭৩

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة
تمشي إليه على ساق بلا قدم

কলম যেমন সরল রেখায়
বর্ণমালা সাজিয়ে চলে[২৫]
বৃক্ষ রাজি তেমনি সোজা
দাঁড়ায় নবীর পায়ের তলে।

৭৪

كأنما سطرت سطرا لما كتبت
فروعها من بديع الخط في اللقم

বৃক্ষ সারি চল্‌তো ছুটি
নবীর পিছন পিছন ঘিরে
কলম যেমন সরল রেখার
ছত্র-মালা আঁকতে ধীরে।

৭৫

مثل الغمامة أنى سار سائرة
تقيه حر وطيس للهجير حمي

তপ্ত দিনের দুপুর বেলা
নীরদ যেমন চলতো সাথে
ধীর অথবা ক্ষিপ্র গতি
তরুর গতি সেই ধারাতে।

৭৬

اقسمت بالقمر المنشق ان له
من قلبه نسبة مبرورة القسم

শপথ! শোন চাঁদের সাথে
নবীর প্রাণের যোগই ছিল
তাইতো তাঁহার হৃদয় যেন
চাঁদের মতই দুভাগ হলো[২১]

৭৭

وما حوى الغار من خير ومن كرم
وكل طرف من الكفار عنه عم

সাওর' গিরি ঠাঁই দিল যেই
সত্য ও ন্যায় বক্ষে রাখি[২২]
কাফেরগণ দেখছে সবই
নবীর প্রতি বন্দ আঁখি।

৭৮

فالصدق في الغار والصديق لم يريا
وهم يقولون ما بالغار من ارم

সত্য স্বরূপ মহান নবী
সত্য পথিক আবু বাকার
ছিলেন গুহায়, বেদীন তবু
দেখলো সবই শূন্য আঁধার

৭৯

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على
خير البرية لم تنسج ولم تحم

ভাবলো তারা পলাতকের
হেথায় পাবার নাইকো আশা[২৩]
মাকড়সা ও কপোত যখন
গুহার মুখে বাঁধলো বাসা

৮০

وقاية الله اغنت عن مضاعفة
من الدروع وعن عال من الاطم

বর্মোপরি বর্ম ছাড়া
দৃঢ় দুর্গ প্রাচীর ছাড়া
নির্ভাবনা করলো তাঁকে
খোদা আপন শক্তি দ্বারা।

৮১

ماسا مني الدهر ضيما واستجرت به
الا و نلت جوارا منه لم يضم

নবীর 'দামান' ধরার পরে
কাল আমাকে দেয়নি দুঃখ
তাঁর করুণার আশীষ হতে
দিনের তরে হইনি বিমুখ।

৮২

و لا التمست غنى الدارين من يده
الااستلمت الندى من خير مستلم

চাইনি আমি তাঁহার দ্বারে
দিন দুনিয়ার ভাগ্য বরাত
পুণ্য হাতের যে দান তাঁহার
তাই নিয়েছি যুক্ত দুহাত।

৮৩

لا تنكر الوحي من رؤياه ان له
قلبا اذا نامت العينان لم ينم

স্বপ্ন যোগে অহি'র কথা
সত্য বটে মিথ্যা সে নয়[৩০]
দু'চোখ যদিও মুদ্রিত তাঁর
হৃদয় সদা জাগ্রত রয়।

৮৪

و ذاک حين بلوغ من نبوته
فليس ينكر فيه حال محتلم

নবুয়তির প্রত্যুষ কালে
স্বপ্ন ছিল তুল্য 'অহি'র
যৌবনেরই প্রভাত কালে
স্বপ্ন দেখার অর্থ গভীর।

৮৫

تبارک الله ما وحي بمكتسب
و لا نبي على غيب بمتهم

সেই খোদারই সব মহিমা
'অহি' যাঁহার আপন বাণী
নবী যখন দেয় সে খবর
মিথ্যা নহে একটু খানি।

৮৬

كم ابرأت وصبا باللمس راحته
و اطلقت اربا من ربقة اللمم

কতই রোগী নীরোগ হলো
শুধু পুণ্য স্পর্শে তাঁহার
বদ্ধ পাগল সুস্থ হলো
জ্ঞান লভিল দিব্যি আবার।

৮৭

واحيت السنة الشهباء دعوته
حتى حكت غرة فى الاعصر الدهم

অনাবৃষ্টির বছর কতোই
'দোয়া'তে তার পাইল জীবন
উর্ব্বরতায় ছাইল মুলুক
তরু হল কৃষ্ণ বরণ।

৮৮

بعارض جاد او خلت البطاح بها
سيبا من اليم او سيلا من العرم

কল্যাণে তাঁর নামতো ধারা
বর্ষিত মেঘ মুষল ধারে
নীল নদীতে ছুটতো তুফান
ডুবতো এরান বন্যা ভারে।

কোরআন প্রসংঙ্গে :—

৮৯

دعنى ووصفى ايات له ظهرت
ظهور نار القرى ليلا على علم

দাও ছেড়ে আমায় বলি
সেই মো'জেজার কথাই খালি
তুলনা যার 'দাওয়াত' দেওয়া
পাহাড় চুড়ায় আগুন জ্বালি।[৩২]

৯০

فالدر يزداد حسنا وهو منتظم
وليس ينقص قدرا غير منتظم

মালায় গাথা মোতির ছড়া
বাড়ায় শোভা অনেক খানি,
বিনি গাঁথায় আসল মোতির
হয় কি কোন মূল্য হানি?

৯১

فما تطاول امال المديح الى
مافيه من كرم الأخلاق و الشيم

পৌঁছল নাতো বর্ণনা মোর
মনের আশার প্রান্ত সীমায়।
চরিত্র তাঁর পূর্ণ ছিল
কতোই মহৎ গুণ গরিমায়।

৯২

ايات حق من الرحمن محدثة
قديمة صفة الموصوف بالقدم

ভাষায় সুরে রূপ ও দেহে
সৃষ্টি শামিল খোদার কোরআন.[৩৩]
'কালাম' খোদার গুণ হিসাবে
আদিম যাহার নাই অবসান।

৯৩

لم تقترن بزمان و هي تخبرنا
عن المعاد و عن عاد و عن ارم

কালের সাথে নাই যোগাযোগ
খোদার কালাম সৃষ্টি সে নয়।
রোজ হাসরের, বিচার দিনের,
আদ ইরমের খবর সে কয়।

৯৪

دامت لدينا ففاقت كل معجزة
من النبيين اذ جاءت و لم تدم

এই কোরআনের নাই অবসান
থেকেই যাবে স্থায়ী হয়ে,
সকল যুগের সব নবীদের
সব মোজেজার ঊর্ধে রয়ে।

৯৫

محكمات فما يبقين من شبه
لذى شقاق ولا يبغين من حكم

'হুকুম নামা' এমনি সে যে
'ফয়সলা' সে সব বিরোধের,
কাহার প্রতি হুকুম দিতে
নাই প্রয়োজন কাহারও মতের।

৯৬

ماحو ربت قط الا عاد من حرب
اعدى الاعادى اليها ملقى السلم

শত্রুরা সব দাঁড়িয়ে ছিল
বিরোধিতায় কোরআন পাকের,
কবুল তারে করল সবাই
নয় পরাভব মান্‌লো আখের।

৯৭

ردت بلاغتها دعوى معارضها
رد الغيور يد الجانى عن الحرم

এই কোরআনের বাক্য ছটা,
দুষমনে সব করছিলো কাৎ
সম্মানিত হাতের নিকট
জব্‌দ যেমন ঘৃণ্য দুহাত।

৯৮

لها معان كموج البحر فى مدد
و فوق جوهره فى الحسن والقيم

কোরআন পাকের তত্ত্ব রাশি
ঢেউ সাগরের পরম্পরা,
গরীমা তার মুক্তা মণির
চাইতে অধিক মূল্য ধরা।

৯৯

فما تعد و لا تحصى عجا ئبها
و لا تسام على الاكثار با لسام

অপূর্ব তার 'কালাম' রাশি
সংখ্যাতীত নাই কো শুমার,
যতই কেন পাঠ কর না
নাই অরুচি তিক্ততা ভার।

১০০

قرت بها عين قا ريها فقلت له
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم

সিক্ত চোখে পাঠ করে যেই
বল্‌বো তাহার ধন্য জীবন,
দৃঢ় মুঠায় আক্‌ড়ে ধর
খোদার রশি ধরার মতন।

১০১

ان تتلها خيفة من حر نار لظى
اطفأت حر لظى من وردها الشبم

পাঠ করিলে পাক এ কোরআন
জাহান্নামের অগ্নি ভয়ে,
পর্শে শীতল এই আয়াতের
অনল যাবে স্নিগ্ধ হয়ে।

১০২

كأنها الحوض تبيض الوجوه به
من العصاة وقد جاءوه كالحمم

করবে বিধৌত আব্-ই কওসার
দোজখ বাসীর দগ্ধ আনন,[৩৪]
পাক কালামের রৌশনী তেমন
করবে মনের ময়লা নাশন।

১০৩

وكالصراط وكالميزان معدلة
فالقسط من غيرها في الناس لم يقم

পুল সিরাত আর 'মিযান' যেমন
পাপ পুণ্যের ন্যায় বিচারক,
তেমনি কালাম পাক এ' খোদার
কুল মানবের, ন্যায় বিধায়ক।

১০৪

لا تعجبن لحسود راح ينكرها
تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم

অমান্য যে করল কোরআন
হিংসা বশে জ্ঞান থাকিতে,
অবাক না হও এমন কাজের
নজীর অনেক পারবো দিতে।

১০৫

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد
وينكر الفم طعم الماء من سقم

উজল রবির কিরণ দেখে
রুগ্ন চোখে সরষে ফোটে
রোগীর মুখে-অমৃত হোক
স্বাদ তাহাতে নাইকো মোটে

১০৬

يا خير من يمم العافون ساحته
سعيا و فوق متون الا ينق الرسم

হে মহাজন! ছুটছি এবার
তোমার পুণ্য দয়ার দ্বারে,
তোমার দিকে দুপায় হেঁটে
ক্ষিপ্র গতি ‘শোতর’ চড়ে।

১০৭

من هو الاية الكبرى لمعتبر
و من هو النعمة العظمى لمغتنم

তোমার উচ্চ জ্ঞান মহিমা
যাহার নিকট হয় প্রতিভাত,
তাহার নিকট সেই তো সেরা
নবুয়তির সেই তো ‘কিমাত’।

মে’রাজ সম্পর্কে ঃ—

১০৮

سريت من حرم ليلا الى حرم
كما سرى البدر في داج من الظلم

‘হরম’ ১ থেকে ‘হরম’ ২ পানে
নিশীথ কালে করলে গমন,[৩৫]
আঁধার ভেদি চন্দ্র যেমন,
দীপ্ত আভায় দেয় দরশন।

১০৯

و بت ترقى الى ان نلت منزلة
من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم

সেই নিশিতে উচ্চ হতে
উঠ্‌লে চরম উচ্চ সীমায়,[৩৬]
খোদা পাকের সামনে হাজির
কেউ লভেনি সেই মহিমায়।

১১০

و قدمتك جميع الانبياء بها
و الرسل تقديم مخدوم على خدم

সেই নিশিতে সব নবীরা
তোমায় দিল উচ্চ আসন,[৩৭]
সসম্মানে প্রভুকে দেয়
আসন ছেড়ে সেবক যেমন।

১১১

وأنت تخترق السبع الطباق بهم
في موكب كنت فيه صاحب العلم

সেই নিশিতে ভেদ করিতে
'বোরাক' যোগে সপ্ত গগন,
তোমার সাথী গণের মাঝে
করলে তুমি ঝাণ্ডা বহন।

১১২

حتى اذا لم تدع شأوا لمستبق
من الدنو ولا مرقى لمستنم

সেই অসীমের প্রান্ত সীমায়
হয় নি যেথায় কারও যাওয়া,
পৌঁছলে তুমি সেথায় গিয়ে
মর্য্যাদার এ' আসন পাওয়া।

১১৩

خفضت كل مقام بالاضافة اذ
نوديت بالرفع مثل المفرد العلم

"আয় মোহাম্মদ" বলে তোমায়
করলো খোদা যে সম্বোধন,
তোমার বিশিষ্টতার দাবী
উঠ্‌লো সবার ঊর্ধে তখন।

১১৪

كيما تفوز بوصل اى مستتر
عن العيون وسر اى مكتتم

তুমি একা লাভ করিলে
সেই মিলনের গোপন বানী,[৩৮]
সৃষ্টি মাঝে কাহারও নিকট
হয়নি সে সব জানাজানি।

১১৫

فخرت كل فخار غير مشترك
و جزت كل مقام غير مزدحم

সে গৌরবের সিংহাসনে
নাই কোনও জন শরীক তোমার,[৩৯]
পৌঁছলে তুমি যেই মহিমায়
নাই যেথা কেউ ভিড় করিবার।

১১৬

وجل مقدار ما وليت من رتب
وعز ادراک ما اوليت من نعم

মহান তোমার সেই 'ফজিলৎ'
যাঁহার তুমি মালিক বটে,
সুদুর্লভ ও জ্ঞানের অতীত
অসাধারণ একক বটে।

১১৭

بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا
من العناية ركنا غير منهدم

মো'মেন এক খবর শোনো
সত্যি পেলে তোমরা সবে,[**]
মহা অবদান এ' দ্বীনের
চিরদিন যা' অটুট রবে।

১১৮

لما دعى الله داعينا لطاعته
باكرم الرسل كنا اكرم الامم

'দাওয়াত' দিলেন খোদা মোদের
নবীর 'তাবেদারী'র লাগি,[**]
মহান নবীর উম্মত হওয়ায়
সে গৌরবের আমরা ভাগী।

মহানবীর শত্রুদের সম্পর্কে :—

১১৯

راعت قلوب العدى انباء بعثته
كنباة اجفلت غفلا من الغنم

তোমার আবির্ভাবের সাড়া
জাগ্‌লো যখন বিশ্ব জুড়ে,
শত্রুরা সব বক্‌রী হেন
ভয়েই প্রাণ ছুটস উড়ে।

১২০

مازال يلقاهم فى كل معترك
حتى حكوا بالقنا لحما على وضم

মুজাহেদের সামনে যখন
পড়্‌তো বেদীন যুদ্ধ মাঠে,
অবশ হয়ে পড়্‌তো তারা
মাংস যেমন কসাই পাটে।

১২১

ودوا الفرار فكادوا يغبطون به
اشلاء شالت مع العقبان والرخم

মোজাহেদের আঘাত থেকে
থাকতো তারা ত্রস্ত এমন,[৪২]
ঈর্ষা হতো মৃত্যু ভুকের
মুখে দেখে মাংস হরণ।

১২২

تمضى الليالى ولا يدرون عدتها
ما لم تكن من ليالى الاشهر الحرم

মাসগুলি সব কাট্‌তো তাদের
হিসাব বিহীন শঙ্কা ত্রাসে
সংজ্ঞা তাদের আসতো ফিরে
যুদ্ধ বিহীন কয়টি মাসে।[৪৩]

১২৩

كانما الدين ضيف حل ساحتهم
بكل قرم الى لحم العدى قرم

মোজাহেদের অস্ত্র তলে
বিরোধিরা পড়্‌লো এমন
মাংসভোজী অতিথগণে
মাংস দিয়ে পোষণ যেমন।

১২৪

يجر بحر خميس فوق سابحة
ترمى بموج من الابطال ملتطم

মোজাহেদের সাগর ধারা
অশ্ব পিঠে গর্ব ভরে,
ঊর্মি হেন চলতো ধেয়ে
সকল্লোলে পরস্পরে।

১২৫

من كل منتدب لله محتسب
يسطو بمستاصل للكفر مصطلم

সবাই তারা খোদার ডাকে
ছুটছে বেগে আত্মহারা,
আঘাত হেনে নাফর্‌মানীর
মূলোৎপাটন করবে তারা।

১২৬

حتى غدت ملة الاسلام وهى بهم
من بعد غربتها موصولة الرحم

এই পথেই ন্যায়ের সেনা
দরিদ্রতার ভিতর দিয়ে,
মহান জাতি তুল্‌লো গড়ে
ঐক্য প্রেমের জোট পাকিয়ে।

১২৭

مكفولة ابدا منهم بخير اب
وخير بعل فلم تيتم ولم تئم

বীর মুজাহেদ তাদের পরেই
দ্বীন ইসলামের ছায়ার আসন
এতীম, স্বামী হারার মত,
আর হবেনা এ দ্বীন কখন।

১২৮

هم الجبال فسل عنهم مصادمهم
ماذا رأى منهم فى كل مصطدم

ছিলেন তারা লড়াই মাঠে
দৃঢ় অটল পাহাড় যেন,
সত্যি কিনা জওয়াব কি দেয়
তাদেরে না শুধাও কেন?

১২৯

فسل حنينا وسل بدرا وسل احدا
فصول حتف لهم ادهى من الوخم

শুধাও 'হোনায়েন'আর 'বদরে'
'ওহোদ' মাঠে শুধাও এখন,**
বেদ্বীনগণের মরণ যেথায়
মহামারীর চাইতে ভীষণ।

১৩০

المصدرى البيض حمرا بعد ما وردت
من العدى كل مسود من اللمم

শুভ্র উজল তরবারি সব
মুজাহেদের মুঠায় থেকে,
বেদ্বীনগণের মুণ্ড ছুঁয়ে
আসতো চলে শোণিত মেখে।

১৩১

والـكا تـبـين بـسمر الخط ما تركت
اقلامـهم حرف جسم غير منـعـجم

ধূসর বরণ বর্শাগুলি
শত্রু দেহের চর্ম পাতে,
আঁক্‌তো লেখা রক্ত বরণ,
সেপাই সকল ক্ষিপ্র হাতে।

১৩২

شاكى السلاح لهم سيما تميز هم
والورد يمـتاز بالسيما من السلم

মোজাহেদের তুল্য ছিল
দুষমনেরও অস্ত্র শোভা,[৪৫]
কিন্তু ছিল মোজাহেদের
দীপ্ত আনন পুণ্য আভা।

বাবুল গাছে থাকলে কাঁটা
তাতেই সে আর হয়না গোলাব,
রং সুষমায় বাবুল হতে
গোলাব কতই ভিন্ন স্বভাব।

১৩৩

يهدى اليك رياح النصر نشرهم
فـتحسب الورد فى الاكمام كل كم

খোদার আশীষ আন্‌তো বয়ে
বেহেশত্‌ হতে পুণ্য সুবাস,
তার পরশে বীর সেনানীর
ছুটতো মুখে 'নূরের' উছাস।

১৩৪

كانهم فى ظهور الخيل نبت ربا
من شدة الحزم لا من شدة حزم

পাহাড় চূড়ায় তরুর মত
অশ্ব সওয়ার বীর সেনানী।
অটল এমন পতন হবার
নেইকো ভীতি একটু খানি।

১৩৫

طارت قلوب العدى من بأسهم فرقا
فما تفرق بين البهم والبهم

পরাক্রমে সেপাইগণের
শত্রু এমন আত্মহারা,
মেঘের ছায়া দেখলে ভয়ে
ব্যাঘ্র ভেবে ছুটতো তারা।

১৩৬

ومن تكن برسول الله نصرته
ان تلقه الأسد في اجامها تجم

ভাগ্যে যাহার জুটবে নবীর
পুণ্য ভরা আশীষ ধারা,
ব্যাঘ্র তারে বিবর মাঝে
ঢাক্‌বে স্নেহের পরশ দ্বারা।

১৩৭

ولن ترى من ولي غير منتصر
به ولا من عدو غير منقصم

কেউ ছিলনা বন্ধু এমন
পায়নি নবীর আশীষ ধারা,
কেউ ছিলনা শত্রু নবীর
হয়নি পতন সর্বহারা।

১৩৮

احل امته في حرز ملته
كالليث حل مع الا شمال في اجم

মিল্লতেরই কেল্লা মাঝে
ঠাঁই দিল সে উম্মতে তাঁর
সিংহ যেমন শঙ্কাহারা
শাবকসহ গুহার মাঝার।

১৩৯

كم جدلت كلمات الله من جدل
فيه وكم خصم البرهان من خصم

নবুয়তির শত্রু কতো
করলো বিষম বিরোধিতা,
কোরআন তাদের করলো নাকাল
অহঙ্কারীর ভাঙলো মাথা।

১৪০

كفاك بالعلم فى الامى معجزة

فى الجاهلية والتاديب فى اليتم

অন্ধকারের সেই যুগেতে
পূর্ণ-প্রমাণ লও মোজেজার
অসাধারণ জ্ঞান মহিমা
আর এতিমের সে শিষ্টাচার।

কবির নিজের সম্পর্কে :—

১৪১

خدمته بمديح استقيل به

ذنوب عمر مضى فى الشعر والخدم

কাটিয়ে গেল জীবন আমার
দুনিয়াদারীর কাব্য গাথায়
তাই এনেছি নাত এ' তোমার
সেই গুনাহের ক্ষমার আশায়।

১৪২

اذ قلدانى ما تخشى عواقبه

كاننى بهما هدى من النعم

পরের তোষণ কাব্য কথন
মোর পরিণাম করলো ভীষণ
কসাইখানার যাত্রী ভীতু
হার-পরা সেই উটের মতন।

১৪৩

اطعت غى الصبا فى الحالتين وما

حصلت الا على الا ثام والندم

কাব্যে গাঁথায় পরের কাজে
ফুরিয়ে গেল জীবন আমার
হয়নি কিছু লাভের যোগাড়
গুণাহ আর লান্ছনা ভার।

১৪৪

فيا خسارة نفسى فى تجارتها

لم تشترالدين بالدنيا ولم تسم

হায় বেপারী কি সর্বনাশ,
ব্যবসা যে তোর করলি বিনাশ!
এই জগতের পুঁজির বদল
পরকালের করলি না আশ।

১৪৫

ومن يبع اجلا منه بعاجله
يبن له الغبن فى بيع وفى سلم

সত্ত লাভের আশায় যে জন
হারায় পরিণামের পুঁজি,
মুনাফা আর পণ্য দুয়ের
সর্বনাশ সে লইল খুঁজি।

১৪৬

ان ات ذنبا فما عهدى بمنتقض
من النبى ولا حبلى بمنصرم

যদিও পাপের বোঝাই ভারী
হই নি তাতে মোটেই নিরাশ,
তাঁর শাফায়াত যায় নি টুটে
আশার বাঁধন হয়নি বিনাশ।

১৪৭

فان لى ذمة منه بتسميتى
محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم

নবীর দ্বারে ভরসা আমার
তাঁহার প্রতিশ্রুতির ছলে,
তরিয়ে যাব ভীষণ বিপদ
সেই "মোহাম্মদ" নামের বলে।

১৪৮

ان لم يكن فى معادى اخذا بيدى
فضلا والا فقل يازلة القدم

যদি রে তোর সেই ভরসা,
তরিয়ে না লয় দয়ার হাতে,
উপায় কি তোর, বলিস্ তখন
"পাও কেন মোর পড়লো খাতে।"

১৪৯

حاشاه ان يحرم الراجى مكارمه
او يرجع الجار منه غير محترم

হাত পেতে তাঁর দয়ার দ্বারে,
নিরাশ হওয়া সুদূর কথা,
তাঁর করুণার ভরসা করে,
লান্ছিত কেউ হয়নি তথা।

১৫০

و منذ الزمت افكاري مدائحه
وجدته لخلاصي خير ملتزم

যে দিন থেকে হৃদয় আমার
ঠাঁই পেয়েছে তাঁহার গীতি,
লাভ করেছি আশার আলো
হৃদয় যেন নেইকো ভীতি।

১৫১

و لن يفوت الغنى منه يدا تربت
ان الحيا ينبت الازهار في الاكم

কেউ থাকেনা রিক্ত ফকির
পেলে নবীর দানের মুঠি,
নীরদ ঝরা সলীল ধারায়
পুষ্প যেমন উঠলো ফুটি।

১৫২

ولم ارد زهرة الدنيا التي اقتطفت
يدا زهير بما اثنى على هرم

'বিন্ হারেমের', নান্দী গেয়ে,
'যোহায়ের' পেল যে সুখ্যাতি,
সেই লালসা নেইকো আমার
গেয়ে নবীর পুণ্য গীতি।

১৫৩

يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم

ও গো মহান হাবীব খোদার
তোমায় ছাড়া আর কে আছে?
ক্ষুদ্র বিরাট সব বিপদে
লইব স্মরণ তাহার কাছে।

১৫৪

و لن يضيق رسول الله جاهك بي
اذا الكريم تجلى باسم منتقم

মহান বিচারপতি রূপে
যে দিন প্রভুর বিকাশ হবে,
আমার নবীর নাই কোন ভয়
সে দিন আমায় তরিয়ে লবে,

১৫৫

فان من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم

কল্যাণে তাঁর সৃষ্টি ধরা
আর ধরণীর সূত্র রেখা,
'লওহ' 'কলম' হতে তাঁহার
অসীম অগাধ জ্ঞান যে শেখা।

১৫৬

يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت
ان الكبائر في الغفران كاللمم

হস্‌নে নিরাশ, পদস্খলন,
যতই রে তোর হোক না ভারী,
গুনা'র সাগর বিন্দু হবে,
পড়লে ক্ষমার সামনে তারি।

১৫৭

لعل رحمة ربي حين يقسمها
تاتي على حسب العصيان في القسم

গুনাহগারের প্রতি খোদার
উথ্‌লে যখন উঠ্‌বে দয়া,
হয়তো গুনার তুল্য ভাগে
জুটবে ভাগে অধিক দয়া।

১৫৮

يارب واجعل رجائي غير منعكس
لديك واجعل حسابي غير منخرم

আমার আশার অন্‌জলি দাও
প্রভু তুমি পুরণ করে।
থাক ধারণা অটুট্ আমার
তোমার অসীম দয়ার পরে।

১৫৯

والطف بعبدك في الدارين ان له
صبرا متى تدعه الاهوال ينهزم

আশীষ ঢাল দাসের প্রতি,
এই ভু-লোকে আর দ্যুলোকে,
ধৈর্য আমার পালায় ভেগে
বিপদ এসে যখন ঠোকে।

১৬০

وائذن لسحب صلوة منك دائمة
على النبي بمنهل ومنسجم

অবারিত তোমার দয়ার
পরদা খানি হোক বিমোচন,
আমার নবীর উপর নিতুই
অঝোর ধারায় হোক বরিষণ।

১৬১

والآل والصحب ثم التابعين لهم
أهل التقى والنقى والحلم والكرم

স্বজন নবীর, আর সাহাবী
আর তাঁহাদের অনুগামী,
পুণ্য পরাণ মহৎ জনের
মাথায় আশীষ অসুক নামি।

১৬২

ما رنحت عذبات البان ريح صبا
واطرب العيس حادي العيس بالنغم

'বানের' শাখায় প্রভাত মলয়
বইবে য'দিন শিহর তুলি,
নকীব য'দিন উষ্ট্রকে তার
শুনায় মধুর কন্ঠে বুলি।”

কাসীদাতুল বুরদার টিকা

১। যু' সালাম— কণ্টকাকীর্ণ গাছ, বাবুল জাতীয় বৃক্ষ, এখানে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান।

২। এজাম—মদীনার প্রান্তস্থিত একটি পাহাড়।

৩। অর্থাৎ রসুলে করীম (দঃ) দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত।

৪। হযরত (দঃ) ক্ষুধার জ্বালায় সময়ে পেটে পাথর বাঁধিয়া কোমর সবল রাখিতেন।

৫। আবু ইমাম বাহেলী বর্ণিত একটি হাদিসে রহিয়াছে যে মক্কার সকল গিরি পর্বতকে আল্লাহ্ স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত করিয়া রসুলুল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখান করতঃ বলিয়াছিলেন— 'হে খোদা! আমি ইহা চাইনা। আমি একদিন তৃপ্ত হইয়া খাইব আর একদিন উপবাস করিয়া তোমার নিকট ফরিয়াদ করিব"।

৬। হযরত (দঃ) বিশ্ব মানবের যেমন নবী ছিলেন তেমনই তিনি জ্বিন জাতিরও নবী ছিলেন।

৭। শক্ত শিকল—কোরআন বা ইসলাম।

৮। রসুলের (দঃ) অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডারের নিকট সকল নবীই মুখাপেক্ষী ছিলেন।

৯। রসুল (দঃ) ছিলেন জ্ঞান সমুদ্র। অন্যান্য নবীগণ তাঁহাদের পরিমিত জ্ঞান সীমায় অবস্থিত।

১০। বিশ্ব মানবতার রূপ তাঁহাতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আল্লাহ তাঁহাকে নিজ প্রিয় বন্ধু রূপে কবুল করিয়াছেন।

১১। খৃষ্টানগণ তাঁহাদের নবীকে 'খোদার পুত্র' ইত্যাদি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের নবীকে সেই পর্যায় তুলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা ব্যতীত অন্য সব প্রসংশাই তাঁহার জন্য বৈধ।

১২। মৃত অস্থি জীবন লাভ করিলে তাঁহা রসুলের মোজেজার অনুরূপই হইত।

১৩। তিনি যে ইসলাম জগতবাসীর সম্মুখে পেশ করিয়াছেন উহা দুর্বোধ্য বা জটীল নহে' উহা সরল এবং যুক্তি সহ।

১৪। সকল মহত্ত্ব সত্ত্বেও তিনি 'বশর'—তিনি মানুষ। মানবতার তিনি আদর্শ তবুও তিনি মানুষই।

১৫। তাঁহার অস্তিত্ব নবীকুলে সূর্যের ন্যায় এবং অন্যান্য নবীগণ গ্রহ নক্ষত্র সদৃশ।

১৬। তাঁহার বৈশিষ্টে তিনি একক, সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সেনাপতির যে স্থান বিশ্ব মানব শ্রেণীতে তিনি সেই সেনাধীপ তুল্য।

১৭। রসুলের রওজা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া স্বীকৃত।

১৮। পারশ্যের জ্যোতিষগণ বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা পারশ্য সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন ইহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা রসুল (দঃ) আবির্ভাবের কাল সমুপস্থিত ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৯। 'সাওয়া' স্থান বিশেষের নাম।

২০। অগ্নিপূজক পারশ্যবাসীর সহস্র বৎসর কাল যাবত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সহসা নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

২১। রসুল (দঃ) আবির্ভাবের সময় দৈব শব্দ যোগে তাঁহার আগমন বার্তা ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার ভূমিষ্ট হওয়ার সময় এমন একটী জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল যে, হযরত আমিনা সেই জ্যোতিতে পারশ্য রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন।

২২। হযরত (দঃ) এর জন্ম মুহূর্তে কাবা গৃহের প্রতিমাগুলি আপনা হইতে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল।

২৩। শয়তান ও জিন সমূহ রসুলুল্লাহর জন্ম তিথিতে ত্রাসান্বিত হইয়া ছুটাছুটি করিয়াছিল।

২৪। 'বদর' এবং 'হোনাইনের' লড়াইর মধ্যে রসুলুল্লাহ বে-দ্বীন সৈন্যগণের প্রতি ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

২৫। বৃক্ষ সমুহ রসুলুল্লাহর ইংগিতে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিত। ইহা তাঁহার একটি মোজেজা ছিল।

২৬। তপ্ত দুপুরে মরুভূমিতে মেঘমালা রসুল (দঃ) কে ছায়াদান করিয়া চলিত। সিরিয়ার বানিজ্য সফর কালে জনৈক খৃষ্টান পাদ্রী কর্তৃক ইহা দৃষ্ট হইয়াছিল।

২৭। চাঁদের সহিত হযরত (দঃ) হৃদয়ের যোগাযোগ ছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। চাঁদ বিদীর্ণ হইয়াছিল। রসুলে-খোদার (দঃ) বক্ষও বিদারণ করা হইয়াছিল। চাঁদ সমগ্র পৃথিবীতে নির্মল আলো বিকীরণ করিতেছে। হযরত (দঃ) তাঁহার হৃদয়ের আলোতে বিশ্ব-ভুবন আলোকিত করিয়াছিলেন।

২৮। "সত্য ও ন্যায়" অর্থে এখানে হযরত (দঃ) কে এবং হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রঃ) কে বুঝাইতেছে।

২৯। 'সাওর' গিরিমুখে মাকড়সা এবং কবুতর বাসা বাঁধিয়াছিল। ইহাতে কাফের-গণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা সেই গহ্বরে লুকাইয়া নাই।

৩০। স্বপ্ন যোগেও 'ওহী' অবতীর্ণ হইত। ইহা অস্বীকার্য নয়।

৩১। নবুয়তির প্রারম্ভে কিছুকাল স্বপ্ন যোগেই ওহী আসিত।

৩২। আরব দেশের প্রথা ছিল ব্যাপক নিমন্ত্রণের জন্য পাহাড়ের শীর্ষদেশে আগুন জ্বালাইয়া নিমন্ত্রণ ঘোষণা করা হইত।

৩৩। কোরআনের ভাষা বর্ণমালা, রূপ ও কলেবর সৃষ্টবস্তু, কিন্তু উহা খোদার বাণী হিসাবে চিরন্তন, অনাদী। উহা আল্লাহর সেফাত।

৩৪। আব-ই-কাওসার = হাসরের মাঠের একটি পানীয় পানির কূপ।

৩৫। 'হরম থেকে' 'হরম' পানে = প্রথম হরম মক্কাশরীফ, দ্বিতীয় 'হরম' বাইতুল মুকাদ্দস। ইহা মেরাজ রজনীর ঘটনা।

৩৬। সেই রজনীতে তিনি আল্লাহর পরম সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছিলেন।

৩৭। বয়তুল মুকাদ্দসে' মসজিদে সকল নবীগণের 'রূহ' একত্রিত হইয়াছিলেন সেখানে তাঁহারা সকলে রসুলে করিম (দঃ) কে ইমাম করিয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন।

৩৮। মেরাজ রজনীর সেই নৈকট্য লাভের রহস্য তিনি ব্যতীত আর কাহারও নিকট জ্ঞাত নাই। তিনি একাই সেই মিলন রহস্যের অধিকারী।

৩৯। শাফায়াত করিবার অধিকার, কওসর কূপের অধিকার এবং মাকামে মাহামুদা'র মর্যাদালাভ তিনি ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

৪০। অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম। ইহা চিরস্থায়ী; অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহা কখনও রহিত হইবে না।

৪১। শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার আমন্ত্রণ লাভ করিয়া আমরাও শ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত হইয়াছি।

৪২। ভীরু কাফেরগণ মুসলিম মোজাহেদগণকে এরূপ ভয় করিত যে, মৃতভূক পাখীর মুখে মাংস হরণ দেখিয়া তাহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিত যে কেন তাহারা মৃতভূকের শীকারে পরিণত হইল না।

৪৩। প্রাচীন আরবের যুদ্ধ-বিহীন মাসগুলি :

রজব, জিলকাদাহ, জিল-হাজ্জ ও মোহার্‌রম।

৪৪। 'বদর' হোনাইন ও 'ওহোদ' প্রভৃতি যুদ্ধ-ময়দানে বে-দ্বীন সৈন্যগণের মৃত্যু ঠিক যেন মহামারীর আকারে ঘটিয়াছিল।

৪৫। বেদ্বীন সৈন্যগণেরও অস্ত্রবল ছিল; কিন্তু মুসলিম মোজাহেদগণের মুখমণ্ডলে যে ঈমানের দীপ্তি ছিল—তাহা বেদ্বীনগণের ছিল না।

৪৬। হাদীসে বর্ণিত আছে :—'মোহাম্মদ' যাহার নাম হইবে সে কেয়ামতে সেই নামের কল্যাণে মুক্তিলাভ করিবে—কবি রসুলের সেই প্রতিশ্রুতির ভরসা করেন—কেননা তাঁহার নামের সহিত 'মোহাম্মদ' যুক্ত রহিয়াছে।